যুগান্তর

তারিখ 10 JAN 2010
পৃষ্ঠা

সতের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রকল্প ঝুলে আছে দু'বছর

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার দু'বছরেও রাজধানীতে ১৭টি নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। রাজধানীতে অব্যাহতভাবে শিক্ষার্থীর চাপ এবং মানসম্মত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের অভাবকে সামনে রেখে ২০০৭ সালে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির পর্যায় পার হতে পারেনি। প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভর্তি মৌসুম আর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এ নিয়ে তোড়জোড় হয়। কর্তাব্যক্তিরাও আশার বাণী শুনিয়ে বছর ফুরিয়ে থাকেন। মৌসুম পার হওয়ার পর আর এ নিয়ে কোন খবর থাকে না। জানা গেছে, প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪৩৫ কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা এবং তার তিন মাস পর ফলপ্রকাশকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্টরা এ নিয়ে ফের তৎপর হয়েছে। গত সপ্তাহে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাবনাও জমা পড়েছে। এখন এ নিয়ে চলছে অপেক্ষার পালা। সূত্র জানায়, প্রস্তাবনা অনুযায়ী সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে তারা কাজ শুরু করবেন। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ বা জানুয়ারিতেই যে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

১৯৮০ সালের পর থেকে রাজধানীতে কোন সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। যে ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে সেগুলোর আসন সংখ্যা গত দু'দশকেও তেমন একটা বাড়ানো হয়নি। ফলে সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ দিন দিনই সংকুচিত হচ্ছে। বিগত তিনটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ হলেও নতুন করে সরকারি স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একধরনের অনীহা ছিল। সূত্র জানায়, বর্তমানে যেসব সরকারি স্কুল ও কলেজ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ রাজধানীর অভিজাত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত স্থানে রয়েছে। রাজধানীর পরিধি চারদিকে বিস্তৃতি ঘটলেও নতুন এলাকাগুলোতে কোন সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই। ২৪টি সরকারি স্কুল রাজধানীর ধানমন্ডি, শেরেবাংলা নগর, মতিঝিল, আরমানিটোলা, মোহাম্মদপুরে অবস্থিত। রাজধানীর যেখানে সরকারি স্কুল নেই, সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের অধিবাসীরা সরকারি স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে বিদ্যমান স্কুলগুলোতে ভর্তির চাপ বাড়ছে। এ বছর নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয় ৫৭ হাজার ৮১৬ শিক্ষার্থী। কিন্তু সরকারি স্কুলে ভর্তিযোগ্য আসন হচ্ছে মাত্র ৮ হাজার ৪শ টি। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যে এলাকা চিহ্নিত হয়েছে। এ ব্যাপারে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জমিপ্রাপ্তির সম্মতি পাওয়া গেছে। ৬টি সরকারি কলেজের জন্য চিহ্নিত এলাকাগুলো হচ্ছে উত্তরা, বাড্ডা, পল্লবী, খিলগাঁও, ডেমরা এবং কামরাঙ্গীরচর থানা এলাকা। আর ১১টি সরকারি স্কুলের জন্য চিহ্নিত এলাকাগুলো হচ্ছে উত্তরা, পল্লবী, শাহআলী, কাফরুল, গুলশান, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, শ্যামপুর, কামরাঙ্গীরচর, হাজারীবাগ থানা এলাকা। মাউশির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্থানীয় চাহিদা, এলাকার অবস্থান বিবেচনায় স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাউশি'র পরিচালক (উন্নয়ন) ড. সিরাজুল হক জানান, নতুন স্কুল ও কলেজগুলো প্রতিষ্ঠা হলে পর্যায়ক্রমে প্রতিটিতে ৫২ জন শিক্ষক ও ৭ জন কর্মচারী এবং কলেজে ৪৭জন শিক্ষক ও ২২ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হবে। প্রতিটি স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে দশম এবং কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রতিটি ক্লাসে ৬০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা অনুসারেও এখানে ক্লাসবিন্যাসের সুযোগ থাকবে।